28/10/2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7....

সঠিক পদক্ষেপ

বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত সহিংসত
পটভূমিতে পুণ্যভূমি সিলেটে একটি ইতিবাচক ঘটনা ঘটিয়াছে। বিএন
বিবিধ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে ২০ নেতা-কর্মীকে দল হই
বহিষ্কার করিয়াছে। আমরা এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত সঠিক বলিয়া মনে করি। দে
ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা ঘটিতেছে তাহাতে এই ধর
পদক্ষেপ ছাড়া ন্যূনতম শৃঙ্খলা বজায় রাখাও আর সম্ভব নয়। গত এক দশকে সি
ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে অন্তত ১০ নেতাকর্মী খুন হইয়াছে। দেশের অন
এই পরিসংখ্যান ছাত্রলীগের ক্ষেত্রেও হয়তো পাওয়া যাইবে। আজ সমা
সন্ত্রাসীদের পৃথক করিবার কোন উপায় নাই। অশিক্ষিত, বেকার, দুর্বৃত্ত যেমন তেম
শিক্ষিত বনেদি ঘরের ছেলেরাও অবৈধ অস্ত্র হাতে সন্ত্রাস করিয়া বেড়াইতে
অপকর্ম করিবার পর সমাজে বুক ফুলাইয়া চলিবার ঢাল হিসাবে রাজনৈতিক দ
সহিত সম্পর্ক থাকিবার বিষয়টি ব্যবহৃত হইতেছে। বিএনপি ও আওয়ামী লী
উচিত হইবে তাহাদের অঙ্গসংগঠন হিসাবে ছাত্রফ্রন্ট রাখিবার প্রয়োজনীয়
পুনর্মূল্যায়ন করা। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং দেশের সচে
মহলের একটি প্রভাবশালী অংশ দীর্ঘদিন ধরিয়া ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সপ
বক্তব্য রাখিয়া আসিতেছেন। স্বাধীনতা লাভের ৩০ বৎসর এবং সামরিক শাসন
স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন অবসান-পরবর্তী এক দশক পর ছাত্র রাজনীতি ও ছ
সংগঠনগুলি দেশের কি কল্যাণ সাধন করিতেছে উহা স্পষ্ট নয়। বিশ্বের যেই সব
দেশে ক্ষমতার সাংবিধানিক পালাবদল নিশ্চিত হইয়াছে সেই সকল দেশে আমা
দেশের মতো ছাত্র সংগঠনের কোন অস্তিত্ব নাই। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অষ্টম জাত
সংসদ নির্বাচনে রাজনীতিকদের ভাগ্য নির্ধারণে ছাত্র সংগঠনগুলি তেমন কোন ভূমি
রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। ১৯৯১ সালে বিএনপির এক
গরিষ্ঠতা অর্জনের পিছনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভূমিকাকে বড় করিয়া দে
হইয়াছিল। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের অব্যবহিত পরপরই অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচ
ছাত্র সংগঠনের প্রভাবশালী ভূমিকাকে ওই সময়ের পটভূমিতেই কেবল কার্যকর ম
করা যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহার ধারাবাহিতা যুক্তিসঙ্গত কারণেই রক্ষি
হয় নাই। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগে
জয়-পরাজয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতাকেও বড় করিয়া দেখিব
কোন উপায় নাই। আমাদের দুই বড় দলের নীতিনির্ধারকদের এই বাস্তবতাকে ম
রাখিয়া বর্তমান ধাঁচের ছাত্র রাজনীতি হইতে জাতিকে পরিত্রাণ দেওয়ার বিষয়
ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

শনিবারের যুগান্তরে ছাত্র সংগঠনের উপর আরও দুইটি খবর ছাপা হইয়াছে। ঢা
বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করিতেছে। তাই সাধারণ ছাত্রদের ম
আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর প্রত্যাশিতভাবেই আম
হলসমূহের পুনঃদখল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাও সত্য যে অনেক ক্যাডার রাতারা
ভোল পাল্টাইয়া আনুগত্যের শপথ লইয়াছে। এখন শুরু হইয়াছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। নূত
সরকার গঠনের শোকরানা মিলাদকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রদলের সশস্ত্র দুই গ্রু
মুখোমুখি। একই দিনে দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাল
ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ ও হল দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রলীগ-ছাত্রদ
সংঘর্ষে লীগের ১৫ কর্মী আহত হয়। নূতন সরকার সবে পথচলা শুরু করিয়াছে
শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ না হইলে এমন প্রশ্ন যে দেশবাসীর মনে জাগরূক হইবে ইহা
আর সন্দেহ নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাইয়াছেন একজন প্রতিভাবা
শিক্ষাবিদ। শিক্ষার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রহিয়াছে তাহার গতিশীল পদচারণা
আমরা মনে করি, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমি
পুনঃসংজ্ঞায়িত হওয়া উচিত। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, খেলাধুলা তথা নির্দো
আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্র ব্যতীত ছাত্র সংগঠনের আর কোন নিয়মিত ভূমিকা থা
উচিত নয়। আমরা সন্ত্রাস-নির্ভর প্রচলিত ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে। ই
অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত আমরা সন্ত্রাস প্রতিরোধে সিলেট বিএনপির মতো কঠোরতা আ
করি। শাবিতে ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা নিষিদ্ধ করিয়া সেইখানকার আওয়ামী লী
ও বিএনপির নেতৃবৃন্দ ইতিপূর্বে দেশবাসীর প্রশংসা কুড়াইয়াছেন। এই ধারা যে
সারাদেশে অব্যাহত থাকে। 'সন্ত্রাস দমন করিতে না পারিলে আমাদের অবস্থা
আওয়ামী লীগের মতো হইবে'- এই উক্তির জন্য অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান